بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দিশানির্দেশনার আলোকে জলসায় অংশগ্রহণকারী আহমদীদের করণীয় ও দায়দায়িত্ব

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে জার্মানির স্টুটগার্টের জলসা গাহে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আলহামদুলিল্লাহ্ চার বছরের বাধ্যবাধকতার পর আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানির বার্ষিক জলসা বিশাল পরিসরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্তা'লা সকল অংশগ্রহণকারীকে জলসায় আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনকারী বানান। জলসা আয়োজনের প্রধান যে উদ্দেশ্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন তা হলো, তাঁর হাতে বয়আতের মাধ্যমে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করা, আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করা, আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করা এবং মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ বছর জার্মানিতে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শত বছর পূর্ণ হচ্ছে। এ বিষয়ে আনন্দিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এই শত বছরে আমরা কী অর্জন করেছি? আমরা আমাদের ঈমানকে কতদূর সুরক্ষিত করতে পেরেছি? আমরা যদি নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের মধ্যে এই পবিত্র পরিবর্তন তৈরি করার চেষ্টা করে থাকি তবে সেটিই আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হবে যা শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আমাদের আদায় করা উচিত। এ পর্যায়ে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উল্লেখ করব যা তিনি আমাদের হেদায়াতের লক্ষ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি মনে কোরো না যে, কেবলমাত্র বয়আত করেই খোদার সন্তোষভাজন হয়ে যাবে। এটি তো কেবলমাত্র একটি রীতি। অতএব যে বয়আত করার ও ঈমান আনার দাবি করে তার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমি কি খোসা নাকি শাঁস? যতক্ষণ

পর্যন্ত মগজ বা শাঁস তৈরি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য, বয়আত, বিশ্বাস এবং অনুসরণের দাবি প্রকৃত দাবি হবে না।

ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া আসলে কি? এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে মুসলমানরা অলস হয়ে যাক। ইসলাম কাউকে অলস করে না। ব্যবসা এবং চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকুক কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে খোদার স্মরণ থেকে তাদের কোনও মুহূর্ত বিচ্যুত হোক। নামাযের সময় নামায বাদ দেবেন না। প্রতিটি বিষয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দিন। দুনিয়াই মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ধর্ম। তাহলে দুনিয়ার কাজগুলোও ধর্মাচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠবে। তিনি (আ.) বলেন ঃ উন্নতির একমাত্র উপায় হল খোদাকে জানা এবং তাঁর প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস গড়ে তোলা।

ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, লক্ষ্য করো! দুই ধরনের মানুষ রয়েছে। এক প্রকার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শয়তান তাদের মাথায় ভর করে। আমার কথার অর্থ এটি নয় যে, ব্যবসা করা নিষেধ। পূর্বেও স্পষ্ট করা হয়েছে। সাহাবীরাও ব্যবসা করতেন, কিন্তু ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেছেন যা তাদের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। এ কারণেই তাঁরা কোনো ক্ষেত্রেই শয়তানের আক্রমণে দোদুল্যমান হন নি।

তিনি (আ.) বলেন ঃ আমি তাদের উপর আরও আশা রাখি যারা তাদের ধর্মীয় উন্নতি এবং উৎসাহ ভাটা পড়তে দেয় না। আমি ভয় করি যে যারা এই আবেগকে তাচ্ছিল্য করে তারা শয়তান দ্বারা পরাস্ত না হয়ে যায়! তাই কখনোই অলস হওয়া উচিত নয়।

তিনি (আ.) বলেন ঃ অমুসলিমরা কেন পবিত্র কুরআন পোড়ানোর সাহস পেল? কারণ আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মেনে চলা বন্ধ করে দিয়েছি এবং সে কারণেই তারা সাহস পেয়েছে। যে ব্যক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চায় তার উচিত মনোযোগের সাথে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করা। কোনো তত্ত্বকথা যদি বুঝতে না পারেন তবে অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে উপকৃত হোন। পবিত্র কুরআন একটি ধর্মীয় সমুদ্র যার স্তরে স্তরে অনেক দুর্লভ ও অমূল্য মণিমুক্তা বিদ্যমান। অতএব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের পথনির্দেশনা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং এই কুরআন করীম-ই প্রকৃত পথনির্দেশনা প্রদান করে। অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, কতজন রয়েছেন যারা মনোযোগ দিয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ করেন, এটি তেলাওয়াত করেন এবং তারপর এর ওপর আমল করার চেষ্টা করেন।

তিনি (আ.) বলেন ঃ সত্য ধর্মের মূল হলো খোদার প্রতি ঈমান। খোদার প্রতি ঈমান প্রকৃত নেকী ও খোদাভীতি প্রত্যাশা করে। খোদা তা'লা মুত্তাকী (খোদাভীরু) ব্যক্তিকে বিনষ্ট করেন না। ঊর্ধ্বলোক থেকে তিনি তাকে সাহায্য করেন। ফিরিশ্‌তারা তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন। মুত্তাকী ব্যক্তির মাধ্যমে মু'জিযা (অলৌকিক নিদর্শন) প্রকাশিত হয়– এর চেয়ে বড় বিষয় আর কী হতে পারে!

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ সেই নামায মন্দকে দূর করে যার মধ্যে সত্যের চেতনা এবং অনুগ্রহের প্রভাব রয়েছে। সে নামায অবশ্যই মন্দকে দূরীভূত করে। নামাযের মূল এবং আত্মা হল এমন একটি দোয়া যার মধ্যে একটি আনন্দ এবং প্রশান্তি নিহিত রয়েছে।

তাই আমাদের নিজেদের মূল্যায়ন করতে হবে যে আমরা আমাদের নামাযে প্রশান্তি লাভ করে থাকি কিনা। আমরা কি শুধু জাগতিক উপকরণগুলির উপর ভরসা করে চলছি কিনা। আমরা যদি নামাযের হিফাযতকারী হই, তবেই আমরা বয়াতের অঙ্গীকার রক্ষাকারী হয়ে উঠব। অন্যথায় এটি একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি।

ঐশী তত্ত্বজ্ঞান ও মা'রেফত লাভে অগ্রগতি তথা গুরু ও শিষ্য (পীর ও মুরশিদ)'এর সম্পর্ক সম্পর্কে হুযুর (আ.) বলেন ঃ শিক্ষক ও ছাত্রের উদাহরণ থেকে গুরু ও শিষ্য (পীর ও মুরশিদ)'এর সম্পর্ক বোঝা উচিত। শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্র যেমন উপকৃত হয়, তেমনি শিষ্যও তার গুরুর কাছ থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কোন ছাত্র যদি তার শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সত্ত্বেও তার শিক্ষায় অগ্রগতি না হয়, তাহলে সে লাভবান হতে পারে না। একইরকমভাবে শিষ্যের ক্ষেত্রেও তাই। তাই এ বিষয়ে সম্পর্ক তৈরি করে নিজের জ্ঞান ও মা'রেফত বৃদ্ধি করা উচিত। সত্যের সন্ধানকারীকে কখনই এক পর্যায়ে থেমে থাকা উচিত নয়, অন্যথায় অভিশপ্ত শয়তান তাকে বিপথে পরিচালিত করবে।

তিনি (আ.) বলেন ঃ যদি আমার বয়াত করে থাকো, তাহলে আমাকে **হাকাম ও আদল** (অর্থাৎ ন্যায় বিচারক ফয়সলাকারী) হিসেবে গ্রহণ কর। নিশ্চিত হও যে, আমি যা বলবো, তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর শিক্ষা অনুযায়ী বলব। তিনি (আ.) আরও বলেন ঃ যারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং যারা আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছে তারা আমাকে চিনতে পারেনি এবং যে আমাকে গ্রহণ করেছে এবং তারপর আপত্তি করেছে সে তার চেয়েও দুর্ভাগ্য যে সত্য প্রত্যক্ষ করেও অন্ধ হয়ে গেল।

তিনি (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার আগমনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল তাওহীদ, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রসার। তাওহীদ মানে সর্বশক্তিমান খোদাকে নিজের কাঙ্খিত গন্তব্য, প্রিয় এবং আনুগত্য হিসাবে বিশ্বাস করা।

নৈতিকতা বলতে যা বোঝায়, একজন ব্যক্তি যে পরিমাণ শক্তি নিয়ে এসেছে সেগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা উচিত। এমন নয় যে কিছুকে সম্পূর্ণ অকেজো ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং অন্যগুলির উপর অযথা অনেক জোর দেওয়া উচিত। আধ্যাত্মিকতা সেই লক্ষণ এবং উপসর্গগুলিকে বোঝায় যা সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক থাকার ফলে ঘটে। তাই প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে তাওহীদের গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। একইভাবে আমরা যখন মসজিদ নির্মাণ করছি, তখন সেগুলি ভরিয়ে তোলার চিন্তাও থাকা উচিত। সেইসাথে প্রতিটি আহমদীর উচিত উচ্চ নৈতিকতার মান প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হওয়া। এগুলো হলো সেই মানদন্ড যা আমাদের বাণী পৌঁছে দিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বলেন ঃ আধ্যাত্মিকতার গুণ তখনই জানা যাবে যখন আল্লাহ্‌র হক আদায় ও বান্দাদের হক আদায়ের উচ্চ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে।

খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে কি? আমাদের নামাযের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি? আমরা কি নামাযের সময় পার্থিব কাজকর্মকে পরিত্যাগ করে নামাযে উপস্থিত হই নাকি কেবলমাত্র মসজিদ নির্মাণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি? আমরা কি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করছি? আমরা কি কুরআনের নির্দেশাবলী বের করে করে সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করছি? আমরা কি সন্তানদেরকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি? আমরা কি পারস্পরিক সম্পর্কের সেই মানে অধিষ্ঠিত হয়েছি যা সাহাবীদের ন্যায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে? আমরা কি উন্নত চরিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে

অন্যান্যদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছি? অতএব নিজেরা আত্মজিজ্ঞাসা করুন যে, হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ তথা আল্লাহ্‌র ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের মানদণ্ডে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি?

আমরা তো এই দাবি করি যে, আমাদেরকে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে। আমরা বিশ্ববাসীকে খোদা তা'লার একত্ববাদের ছায়াতলে নিয়ে আসব। পৃথিবীবাসীকে মুহাম্মদ (সা.)-এর পদতলে সমবেত করব। অতএব উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর বরাতে আমাদের প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত এবং নবপ্রতিজ্ঞার সাথে জামা'তে আহমদীয়া জার্মানির নতুন শতবর্ষে পদার্পণকরা উচিত যেন আমরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণ চেষ্টা করি এবং নিজেদের সন্তানদের ও বংশধরদেরও এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিতে থাকব এবং তাদের এমনভাবে তরবীয়ত করবো যেন খোদা তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্কের এই চেতনা প্রজন্ম পরম্পরায় জারি থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) 1 September 2023 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission .....................*P.O*......................... *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in